গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.০৯.২০১৬.৪৩২

২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
তারিখ:----------
১২ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয়: গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়াধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৯ নম্বর আইন) জারি করা হয়েছে। Penal Court, 1860 (Act No. XLV of 1860), Cattle-Trespass Act, 1871(Act No. I of 1871) এবং Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. I of 1908)-এর আওতাধীন কতিপয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধসমূহের সমাধান, গ্রামের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যেন স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে তাঁদের দোরগোড়ায় বিচার পেতে পারেন সে লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর আওতায় গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh) প্রণয়ন করেছে। গ্রাম আদালত স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের সকল কার্যক্রম Time, Cost and Visit (TCV) হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের প্রায় সকল দপ্তরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত TCV-এর ধারনা বাস্তবায়নের একটি উপর্যুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে। অধিকন্তু, সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণ, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টারোধ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭.৩.২০১৩ তারিখের ০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০.৫০ সংখ্যক স্মারকে মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড-এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণে গ্রাম আদালতের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, গ্রাম আদালতের এখতিয়ারসম্পন্ন মামলা গ্রাম আদালতে দায়ের ও নিষ্পন্ন হলে এবং এসব শ্রেণির মামলা থানায় অথবা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের না হলে পুলিশ বিভাগ এবং বিচার কার্যক্রমের জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ওপর অনেক চাপ কমবে মর্মে আশা করা যায়। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান, পরিদর্শন, দর্শণ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

(ক) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর অধীন গ্রাম আদালতের কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সকল জনপ্রতিনিধিকে সচেতনকরণ;

(খ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বিনা খরচে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এবং জনগণ তাঁদের দোরগোড়ায় ন্যায়-বিচার পেতে পারেন মর্মে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;

(গ) উক্ত আইনের সুফল সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন: গ্রাম আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয় বা বিরোধসমূহ গ্রাম আদালতে দায়ের ও নিষ্পত্তি করা যাবে। এজন্য তাঁদের অন্য কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, আইনজীবি নিয়োগের আবশ্যকতা নেই, আবেদনের ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে অর্থ্যাৎ দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে এবং ৭৫,০০০/- টাকা মূল্যমান পর্যন্ত কতিপয় অপরাধের বা বিরোধের নালিশ ও বিচার গ্রাম আদালতেই পেশ ও নিষ্পত্তি করা যাবে মর্মে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিকে অবহিতকরণ;

(ঘ) গ্রাম আদালতের মামলার সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নির্ধারিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন এবং এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;

(ঙ) উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত তথ্য আলোচ্যসূচিভুক্ত করে গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিষয় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ;

(চ) জেলা আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত করে গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিষয় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য